ইউনিট ৬

উন্নয়ন ব্যাংক

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দরিদ্র ও যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিশেষ করে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল তাকে উন্নয়ন ব্যাংক বলে। উন্নয়ন ব্যাংক একদিকে যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী খাতে ঋণ দিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি বিনিয়োগ ব্যাংকের মতো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়া, উন্নয়মুখী প্রকল্প পরিকল্পনায় সহযোগিতা করা, প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি পরামর্শ ও সহযোগিতা দেওয়া, রুগ্ন শিল্প পুনরুদ্ধারে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি কাজ করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে অনুন্নত, উন্নয়শীল এবং উন্নত সব দেশেই বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ব্যাংক দেখা যায়। যুগে যুগে পৃথিবীর সব দেশেই এই ব্যাংক কৃষি, শিল্প, পরিবহন, প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ইউনিট থেকে উন্নয়ন ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, প্রকারভেদ এবং কার্যবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ- ১ সংজ্ঞা, উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ উন্নয়ন ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরতে পারবেন
- ☞ উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ উন্নয়ন ব্যাংকের একটি শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন

উন্নয়ন ব্যাংক কাকে বলে

উন্নয়ন ব্যাংক একটি নতুন ধারণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই উন্নয়ন ব্যাংক বলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতা লাভ করা দরিদ্র দেশগুলো একটি দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্রের কবলে পড়ে এবং শিল্পউন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তোরণ ও শিল্পায়নের জন্য তখন বিশেষ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় যা উন্নয়নের মূল উপাদান যেমন, মূলধন, উদ্যোগ ও উন্নয়নের জ্ঞান ইত্যাদি সরবরাহ করবে। উন্নয়ন ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধুমাত্র মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিলই সরবরাহ করে না বরং একটি সুষম ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাছাই করা, প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরী করা, কারিগরি পরামর্শ দেওয়া, ব্যবস্থাপকীয় সেবা দেওয়া ইত্যাদি সহযোগিতা করে থাকে। এই ব্যাংক কখনো কখনো নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, উন্নয়ন ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, বরং একটি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সামগ্রীক উন্নয়ন করা। এই ব্যাংক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে তহবিল সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প খুঁজে বের করা ও প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরী করা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে থাকে। তাই বলা যায় যে, উন্নয়ন ব্যাংক একই সাথে একটি আর্থিক সহায়তাদানকারী ও উন্নয়ন সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান।

উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টির ইতিহাস

উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টির ইতিহাসকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি, যথাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং বর্তমান সময়ে উন্নয়ন ব্যাংকের ইতিহাস।

ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ইতিহাস

উন্নয়ন ব্যাংক ধারণাটির জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও এ ধরনের উন্নয়ন সহায়তা দানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শিল্প ও বাণিজ্য উদ্দ্যোগে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ১৮৮২ সালে Societe- Generale De Belgique নামে বেলজিয়ামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এরপর ১৮৫২ সালে শিল্পে অর্থায়নের জন্য ফ্রান্সে French Credit Mobiliser প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বন্ড ও প্রমিজরি নোট বিক্রি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ সরবরাহ করা। এই ব্যাংকটি উন্নয়ন ব্যাংক হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন, জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, ইটালী, সুইজারল্যান্ড এবং স্পেনের উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর জন্য মডেল আকারে কাজ করে। এমনকি French Credit Mobiliseৎ -কে অনুসরণ করে জাপান তার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০২ সালে Industrial Bank of Japan প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এই ব্যাংক শিল্পউন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে তবুও একে উন্নয়ন ব্যাংক বলা যাবে না। কারণ, এই ব্যাংক শিল্পউন্নয়নে অর্থায়নের পাশাপাশি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক বা বন্ধকী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও কাজ করে।

খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ইতিহাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন ব্যাংকের জনপ্রিয়তা কেবল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ১৯৪৪ সালের দিক থেকে গ্রেট ব্রিটেন সহ বিশ্বের উন্নত দেশেও উন্নয়ন ব্যাংকের ধারণাটি ছড়িয়ে পড়ে। তবে এসকল ব্যাংকের কার্যক্রম অনুন্নত দেশের উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। ১৯৪৪ সালে কানাডায় প্রতিষ্ঠিত The Industrial Development Bank of Canada, ১৯৪৫ সালে গ্রেট ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত Industrial and Commercial Finance Corporation Ltd. এবং ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Industrial Finance Department of the Commonwealth Bank of Australia ইত্যাদি এ ধরনের ব্যাংকের উদাহরণ। এসকল ব্যাংকের কোনটিই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন ব্যাংক বলতে যা বোঝায় তার মত নয়। প্রকৃত অর্থে এই ব্যাংকগুলো ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পে শুধুমাত্র অর্থ লগ্নী করার জন্য বিশেষায়িত কিছু প্রতিষ্ঠান।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝা যায় যে, উন্নত দেশের উন্নয়ন ব্যাংক আসলে মেয়াদী ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেখানে অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের শিল্পে-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রমোশনাল কাজ করা।

গ) বর্তমান সময়ে উন্নয়ন ব্যাংকের বিকাশ

বিগত চল্লিশ বছরে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার কারণেই এ ধরনের ব্যাংকের জন্ম হয়েছে। এই ব্যাংকগুলোর সংগঠন কাঠামো ও কাজের আওতাতেও রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। কোন কোন উন্নয়ন ব্যাংক গড়ে উঠেছে সরকারী অর্থায়নে, যেমন ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত Industrial Development Bank of Nepal, ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত Industrial Development Bank of Indonesia এবং ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত National Bank of Brazil। এছাড়াও কোন কোন উন্নয়ন ব্যাংক গড়ে উঠেছে বেসরকারী উদ্যোগে, যেমন- Industrial Credit and Investment Corporation of India and Pakistan I The Industrial Finance Corporation of Thailand ইত্যাদি। সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে The Industrial Finance Corporation of India, The Pakistan Industrial Development Bank, The Industrial Development Finance Corporation of Malaysia ইত্যাদি। কোন কোন উন্নয়ন ব্যাংক শুধুমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ণ ও উন্নয়নের কাজ করে, যেমন- The Sumer Bank of Turkey। আবার কোন কোন ব্যাংক শুধুমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারী-বেসরকারী যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়ণ করে থাকে। কোন কোন উন্নয়ন ব্যাংক দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির উন্নয়নে কাজ করে। আবার কোন কোন ব্যাংক কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এক বা একাধিক খাতের উন্নয়নে জন্য কাজ করে। কোন কোন উন্নয়ন ব্যাংক আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করে আবার কোন কোন উন্নয়ন ব্যাংক জাতীয় পর্যায়ে কাজ করে। যেসব উন্নয়ন ব্যাংক আন্তঃআঞ্চলিক কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে রয়েছে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত Inter American Development Bank, ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত African Development Bank, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Asian Development ইধহশ ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করে এ ধরনের উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে World Bank, International Finance Corporation, International Development Association ইত্যাদি।

সবশেষে বলা যায় যে, শিল্পখাতে অর্থ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল অনেক আগেই, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ব্যাংক হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। প্রথম দিকে কেবলমাত্র অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য এ জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও সময়ের সাথে সাথে তা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেশের সামগ্রীক শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তহবিল সরবরাহসহ যাবতীয় উন্নয়মুখী সহযোগিতা করা, যেখানে উন্নত দেশের উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে কেবলমাত্র মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সরবরাহ করা।

উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলী

উন্নয়ন ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক যা অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষতঃ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী মূলধণ সরবরাহ করা, উদ্যোগ গঠন করা ও উন্নয়নের জ্ঞান সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল কাজ করে থাকে। তাই বলা যায়, উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোন একটি দেশের শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে সেদেশের সামগ্রীক অর্থনীতির উন্নয়ন করা। বিশদভাবে বলতে গেলে, উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলীকে আমরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ ক) উন্নয়মূখী প্রকল্প সনাক্তকরণ ও বাস্ড়বায়নে সহায়তা দেওয়া, খ) দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মোট দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো এবং গ) একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা দেওয়া।

ক) উন্নয়নমুখী প্রকল্প সনাক্তকরণ ও বাস্ত বায়নে সহায়তা করা

অনুন্নত ও উন্নয়শীল দেশগুলো সাধারণত মূলধণের স্বল্পতাজনিত সমস্যায় ভোগে, সেই সাথে রয়েছে সঠিক উদ্যোগের অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, ব্যবস্থাপকীয় জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। তাই উন্নয়ন ব্যাংক এসকল দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন - বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবনা যাচাই, বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরি ও ব্যবস্থাপকীয় জ্ঞান সরবরাহ করা এবং প্রকল্প বাস্ড়বায়নে দীর্ঘমেয়াদী মূলধণ সরবরাহ করা, ইত্যাদি। অর্থাৎ এই ব্যাংক প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ড় নানা ধরনের উন্নয়নমূলক সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও এই ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে থাকে। উন্নয়ন ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে:

i. সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে গৃহীত প্রকল্প।
ii. ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প।
iii. কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন নতুন উদ্যোক্তাদের গৃহীত প্রকল্প।
iv. গণভোগ্য পণ্য উৎপাদনের প্রকল্প এবং
v. রপ্তানিমূখী ও আমদানী বিকল্প পণ্যের উৎপাদন প্রকল্প।

খ) দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সহায়তা করা

উন্নয়ন ব্যাংক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের মতো কেবলমাত্র আর্থিক সহায়তাই দেয় না, বরং কোন্ প্রকল্পে এই অর্থ ব্যয় করা হবে তাও বিবেচনায় আনে। এই ব্যাংক এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করে যাতে করে দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। দেশের বিনিয়োগকারীরা সাধারণত এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চায় যেখানে মোট মুনাফা বেশি হয়। কিন্তু শুধুমাত্র মুনাফার ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন করলে দেশের কোন বিশেষ খাত অনগ্রসর হয়ে পড়তে পারে এবং কোন দেশজ সম্পদ অব্যবহৃত থাকতে পারে। তাই উন্নয়ন ব্যাংক দেশজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে একটি স্বাবলম্বী শিল্প উন্নয়নকে উৎসাহিত করে।

গ) একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা

উন্নয়ন ব্যাংকগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চায়। সাধারণত বিনিয়োগকারীরা ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভালো শ্রম বাজার, ভালো প্রযুক্তিগত সুবিধা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে কেবলমাত্র দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চায়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন বৈষম্যমূলক হয়ে

পড়তে পারে। তাই উন্নয়ন ব্যাংক দেশের সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলোতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ধরনের সুবিধা দিয়ে উদ্যোক্তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

উন্নয়ন ব্যাংকের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ব্যাংকের জন্ম হয়েছে। উন্নয়ন ব্যাংকগুলোকে তাদের কার্যক্রমের খাত, মালিকানার ধরণ, আর্থিক সহযোগিতার ধরণ, ভৌগলিক আওতা ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

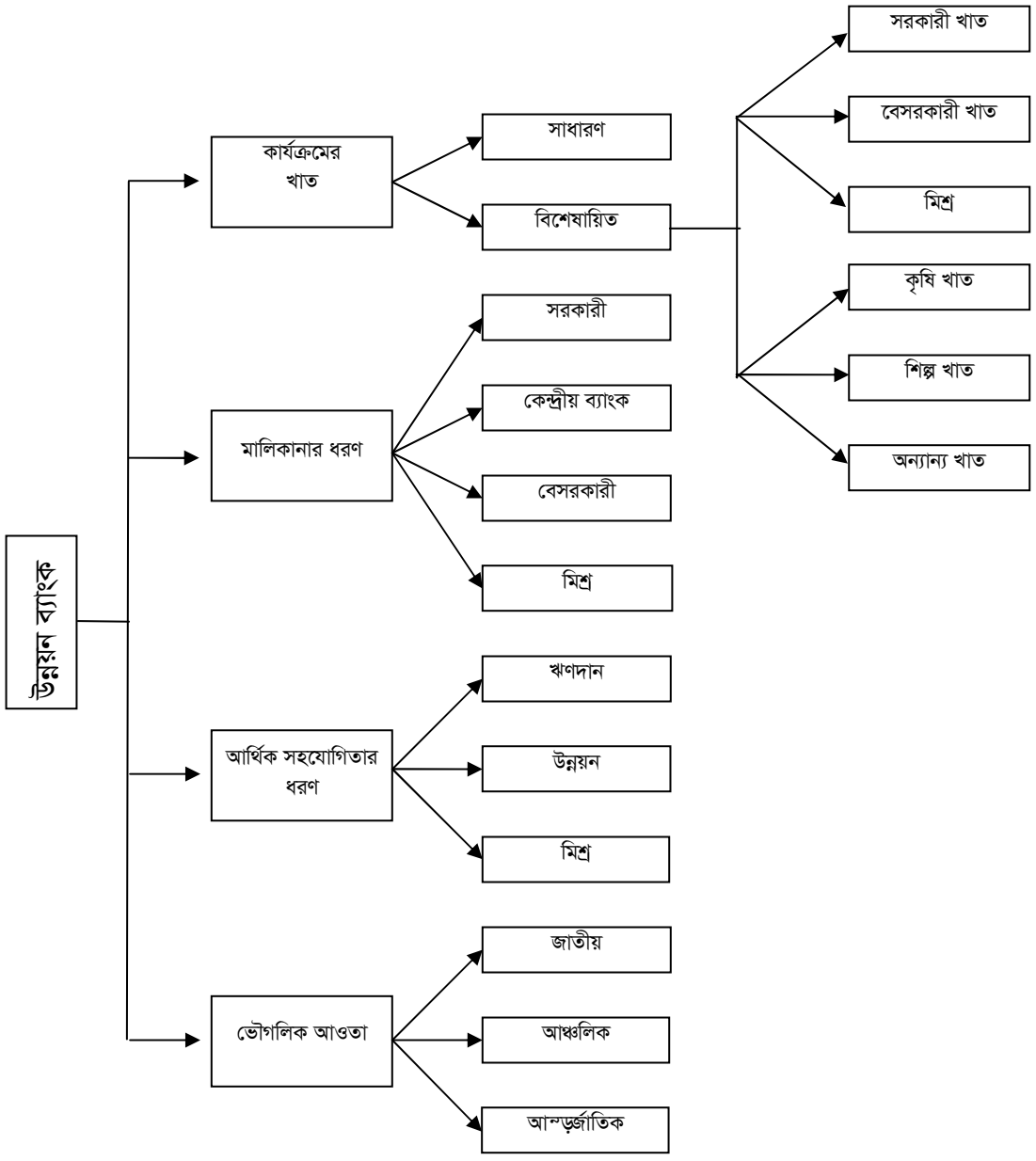

ক) কার্যক্রমের খাত

কার্যক্রমের খাতের উপর নির্ভর করে উন্নয়ন ব্যাংককে দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: সাধারণ উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক।

১. **সাধারণ উন্নয়ন ব্যাংক:** কৃষি, শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সব ধরনের খাতের উন্নয়নে সহায়তা দানের জন্য যে উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সাধারণ উন্নয়ন ব্যাংক বলে। এই ব্যাংক সরকারী খাত ও বেসরকারী খাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, সকল খাতের উন্নয়নেই কাজ করে।

২. **বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক:** যে উন্নয়ন ব্যাংক কেবলমাত্র কোন একটি বিশেষ খাতের উন্নয়নে সহায়তা দেয় তাকে বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক বলে। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের জন্য পৃথক বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংকের অস্তিত্ব দেখা যায়। আবার সরকারী খাত, বেসরকারী খাত অথবা সরকারী-বেসরকারী মিশ্র খাতের উন্নেয়নের জন্য পৃথক পৃথক বিশেষায়িত ব্যাংকের অস্তিত্বও দেখা যায়। অনেক উন্নয়ন ব্যাংক প্রথমদিকে শুধুমাত্র সরকারী খাতের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে তা বেসরকারী খাতের উন্নয়নেও কাজ করতে দেখা যায়।

খ) মালিকানার ধরণ

মালিকানার ধরণ অনুযায়ী উন্নয়ন ব্যাংককে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:
১. সরকারী মালিকানাধীন ২. বেসরকারী মালিকানাধীন ৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানাধীন ও
৪. সরকারী-বেসরকারী-কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিশ্র মালিকানাধীন।

অধিকাংশ উন্নয়ন ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন হয়ে থাকে। তবে বেসরকারী মালিকানাধীন উন্নয়ন ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতারও প্রয়োজন হতে পারে। বেসরকারী মালিকানাধীন উন্নয়ন ব্যাংক কোন কোন দিক থেকে সরকারী উন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ে ভালো। কারণ, এই ব্যাংক আমলাতান্ড্রিক জটিলতা মুক্ত এবং রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবমুক্ত হতে পারে। সরকারী উন্নয়ন ব্যাংকগুলোরও কিছু সুবিধাজনক দিক রয়েছে যেমন, এই ব্যাংক বড়, ছোট, মাঝারি সব ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে, নতুন ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে এবং নতুন বিনিয়োগ সম্ভাবনা উদ্ভাবনে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, যা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারী উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

গ) আর্থিক সহযোগিতার ধরণ

আর্থিক সহযোগিতার ধরণ অনুসারে উন্নয়ন ব্যাংককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. ঋণদান ভিত্তিক (Lending Activity Based)
২. উন্নয়ন কার্যক্রম ভিত্তিক (Promotional Activity Based)
৩. মিশ্র কার্যক্রম ভিত্তিক (Mixed Activity Based)

ঋণদান ভিত্তিক উন্নয়ন ব্যাংক অনেকটা বিনিয়োগ ব্যাংকের মতো উন্নয়নমূখী খাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে উন্নয়ন কার্যক্রম ভিত্তিক ব্যাংক শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদী ঋণই দেয় না, বরং সম্ভাবনাময়ী প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা দান, শেয়ার অবলেখন, ব্যবস্থাপকীয় সহায়তা দান, কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা দান, ইত্যাদি নানা ধরনের প্রমোশনাল কাজ করে থাকে। বর্তমান সময়ে অনেক মিশ্র কার্যক্রম ভিত্তিক উন্নয়ন ব্যাংক দেখা যায় যা, ঋণদান কার্যক্রম ও প্রমোশনাল কার্যক্রম উভয়ই সম্পাদন করে থাকে।

ঘ) ভৌগলিক আওতা

কার্যক্রমের ভৌগলিক আওতা অনুসারে উন্নয়ন ব্যাংক জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক হতে পারে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করে থাকে। অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাংক কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দেশের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন- IFCI, ICICI Ges IDBI ইত্যাদি। যেহেতু কোন দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এককভাবে সেদেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না, তাই জাতীয় উন্নয়ন ব্যাংকগুলো দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে। কখনো কখনো কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে

গঠিত একটি বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, এশিয়ার উন্নয়নের জন্য Asian Development Bank কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৬.১

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দরিদ্র ও যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিশেষ করে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল তাকে উন্নয়ন ব্যাংক বলে।
- বর্তমান বিশ্বে অনুন্নত, উন্নয়শীল এবং উন্নত সব দেশেই বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ব্যাংক দেখা যায়।
- উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়।
- যে উন্নয়ন ব্যাংক কেবলমাত্র কোন একটি বিশেষ খাতের উন্নয়নে সহায়তা দেয় তাকে বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক বলে।
- আর্থিক সহযোগিতার ধরণ অনুসারে উন্নয়ন ব্যাংককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ঋণদান ভিত্তিক (Lending Activity Based), উন্নয়ন কার্যক্রম ভিত্তিক (Promotional Activity Based), মিশ্র কার্যক্রম ভিত্তিক (Mixed Activity Based) ।
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করে থাকে।
- উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: আর্থিক (Financial) কাজ ও উন্নয়নমূলক (Promotional) কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ: ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো-
   ক) মুনাফা অর্জন করা
   খ) শিল্প ও বাণিজ্যের সামগ্রীক উন্নয়ন
   গ) আমানত সংগ্রহ
   ঘ) ঋণ দান

২. ১৮৫২ সালের পরে জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি দেশগুলোর উন্নয়ন ব্যাংকের মডেল আকারে কাজ করে কোন ব্যাংক
   ক) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাংক অব জাপান (Industrial Bank of Japan)
   খ) সোসাইটি জেনারেল ডি বেলজিক (Societe- Generale De Belgique)
   গ) ফ্রেন্স ক্রেডিট মোবিলাইজার (French Credit Mobiliser)
   ঘ) কোনটিই নয়

৩. উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল অনেকটা
   ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো
   খ) সঞ্চয়ী ব্যাংকের মতো
   গ) মেয়াদী ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো
   ঘ) কোনটিই নয়।

৪. নিচের কোন ব্যাংকটি উন্নয়ন ব্যাংক নয়?
   ক) ইনটারন্যাশনাল ফাইনান্স করপোরেশন (International Finance Corporation)
   খ) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (World Bank)
   গ) ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (International Development Association)
   ঘ) আমেরিকানা এক্সপ্রেস ব্যাংক (American Express Bank)

৫. নিচের কোন ধরনের প্রকল্পকে উন্নয়ন ব্যাংক অগ্রাধিকার দেয়?
ক) রপ্তানিমূখী ও আমনদানী বিকল্প পণ্যের উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্প
খ) ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প
গ) কোনটিই নয়
ঘ) দুটোই

৬. কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি সব ধরনের খাতের উন্নয়নের জন্য যে উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলে
ক) সাধারণ উন্নয়ন ব্যাংক
খ) বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক
গ) মিশ্র উন্নয়ন ব্যাংক
ঘ) জাতীয় উন্নয়ন ব্যাংক

পাঠ- ২ উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন–

- ☞ উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো কি
- ☞ বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ব্যাংকের নাম

উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলী

উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: অর্থিক (Financial) কাজ ও উন্নয়নমূলক (Promotional) কাজ। উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন ব্যাংকগুলো সাধারণত অর্থিক কাজ করে থাকে, অর্থাৎ বিনিয়োগ ব্যাংকের মতো কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক খাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন ব্যাংক শুধুমাত্র ঋণ দেয় না, বরং উন্নয়নের সব ধরনের উপাদান সরবরাহ করে থাকে, যেমন- অর্থায়ণ, কারিগরী সহায়তা দান, ব্যাবস্থাপকীয় সহায়তা দান, উদ্যোগ গঠন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। সাধারনভাবে বলতে গেলে উন্নয়ন ব্যাংক একটি বহুমূখী সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান যা দেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে আর্থিক ও প্রমোশনাল সহায়তা দিয়ে থাকে। নিচে উন্নয়ন ব্যাংকের এই বহুমূখী কাজগুলো আলোচনা করা হলো:

ক) অর্থিক ঘাটতি পূরণ

এই ব্যাংক মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র কেনা, শেয়ার অবলেখন, যন্ত্রপাতি কেনা ও আমদানী করা, প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অর্থিক ঘাটতি পূরণ করে থাকে।

খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যাবলী

যে সকল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত নয় এবং ঋণ সুবিধা অপ্রতুল সেই সকল দেশে উন্নয়ন ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো চলতি মূলধণ সরবরাহের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। যেমন- Industrial Development Corporation of Nepal, The Mexican National Financiers Ges South African Industrial Development Corporation ইত্যাদি উন্নয়ন ব্যাংক সেদেশের কোম্পানীগুলোকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে, প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে এবং বিলের বাট্টা করে।

গ) যৌথ অর্থায়ণ

বর্তমান সময়ে উন্নয়ন ব্যাংকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে অর্থায়ণ করে থাকে। যেসব দেশে বিনিয়োগ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় ধরনের অর্থায়ণ করা সম্ভব হয় না সেসব দেশে এ ধরনের যৌথ অর্থায়ণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সাধারণত সার শিল্প, পেট্রো কেমিক্যাল শিল্প, ধাতব শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, পেপার শিল্প ইত্যাদি খাতে বড় ধরনের প্রারম্ভিক মূলধণ দরকার হয় বলে এসব খাতে উন্নয়ন ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে অর্থায়ন করে।

ঘ) ঋণের নিশ্চয়তা দান

উন্নয়ন ব্যাংকগুলো অনেক দেশেই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণের নিশ্চয়তাদানকারী হিসাবে কাজ করে। সাধারণত ছোট মাপের শিল্পগুলোকে অর্থায়ণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ধরনের ঝুঁকি বোধ করে। কারণ, এ ধরনের খাতে সফলতা অর্জন না করা গেলে অর্থায়ণকারী প্রতিষ্ঠান তাদের ঋণের টাকা আদায় করতে পারে না। ফলে দেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলো মূলধণ ঘাটতিজনিত সমস্যায় ভোগে এবং এদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। এই অসুবিধা দুর করতে উন্নয়ন ব্যাংক ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর

জন্য ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প (Credit Guarantee Scheme) ও ঋণ বীমা (Credit Insurance) চালু করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে নিরাপত্তা দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। জাপানে এ ধরনের ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এছাড়াও উন্নয়ন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ আবেদনকারীর ঋণপ্রাপ্তির উপযুক্ততা সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে।

ঙ) পূনঃঅর্থায়ণ

উন্নয়ন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূনঃঅর্থায়ণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্পখাতে মেয়াদী ঋণ দিলেও ঋণের অর্থ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণকারীর কাছে আটকে থাকে। ফলে তারা তারল্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে পারে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যাংক ঐ সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের কাঙ্খিত তারল্য বজায় রাখতে সহায়তা করে, যাতে করে তারা পুনরায় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে।

চ) উদ্যোগ গঠনে সহায়তা করা

উন্নয়ন ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ণ ছাড়াও ঐ সব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল কাজ করে থাকে, যেমন- উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বাছাই ও সম্ভাব্যতা যাচাই, ব্যবস্থাপকীয় ও কারিগরী সহায়তা দান ইত্যাদি। উন্নয়ন ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই এ ধরনের সেবা দিয়ে থাকে।

ছ) মূলধন বাজার গঠন

কোন দেশের মূলধণ বাজার গঠন উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই ব্যাংক বিভিন্নভাবে মূলধণ বাজারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, যেমন- মূলধণ বাজারে নিজেদের শেয়ার বিক্রি করা, প্রাথমিক শেয়ারের অবলেখন করা, বিনিয়োগকারীদের আর্থিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা, জনগণের সঞ্চয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করে মূলধণ গঠন করা, বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটিজ সৃষ্টি করা।

জ) বন্ড ইস্যু করা

অধিকাংশ উন্নয়ন ব্যাংক তাদের নিজস্ব বন্ড ইস্যু করে থাকে এর মূল কারণ হলো অনেক উন্নয়ন ব্যাংকই সরকারের সাথে যৌথভাবে বন্ড ইস্যু করে যা সরকারী নিশ্চয়তা প্রাপ্ত।

ঝ) শেয়ার ও ঋণপত্রের অবলেখন

উন্নয়ন ব্যাংক সরাসরি শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কেনে অথবা অবলেখন করে সিকিউরিটি পোর্টফলিও তৈরী করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই সব সিকিউরিটিজ ব্যাংক স্থায়ীভাবে ধরে রাখে না, বরং মূলধণ বাজারের মূল্য স্ড়রকে প্রভাবিত না করে ধীরে ধীরে এগুলো পুণরায় বিক্রি করে দেয়। কারণ, এগুলো একবারে বিক্রি করলে বাজারে সিকিউরিটিজ এর দাম পড়ে যেতে পারে অথবা অনেক সিকিউরিটি কোন একক ব্যক্তির হাতে পড়লে সে ঐ সকল কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্ড়র করতে পারে। তাই এগুলো বিক্রির সময় প্রকৃত বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা হলো তা নিশ্চিত করতে হয়।

সবশেষে বলা যায় উন্নয়ন ব্যাংকের বিস্তার এখন বিশ্বব্যাপী ও আর্থিক বাজারে ব্যাপকভাবে পরিচিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই ব্যাংক বহুমূখী অর্থনৈতিক ও প্রমোশনাল কাজ করে থাকে।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ব্যাংকের নাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই উন্নয়ন ব্যাংক বলে। এসকল ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত মুনাফা অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়

না, বরং দেশের সামগ্রীক শিল্প উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা ও উন্নয়ন সহযোগিতা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে কেবলমাত্র অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই এ ধরণের ব্যাংকের উৎপত্তি হলেও পরবর্তী সময়ে উন্নত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যাপকসংখ্যক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। নিচে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ব্যাংকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো:

দেশের নাম	**উন্নয়ন ব্যাংকের নাম**
বাংলাদেশ	Bangladesh Shilpa Bank (BSB) Bangladesh Krishi Bank (BKB)
বারমা	The Industrial Development Bank of Burma (1961)
চায়না	China Development Corporation (1959)
ইরান	Industrial Credit Bank of Iran (1963)
ইরাক	The Industrial Bank of Iraq (1946)
ইন্দোনেশিয়া	Development Bank of Indonesia (1960)
কোরিয়া	The Korean Reconstruction Bank (1954)
মালয়েশিয়া	Malaysian Industrial Development Corporation (1960)
নেপাল	The Nepal Industrial Development Corporation (1959)
পাকিস্তান	Industrial Development Bank of Pakistan
ফিলিপাইন	The Development Bank of Philippines (1958)
সিঙ্গাপুর	Economic Development Board of Singapore
থাইল্যান্ড	Industrial Finance Corporation of Thailand (1959)
নাইজেরিয়া	The Nigeria Industrial Development Bank Ltd. (1959)

পাঠ সংক্ষেপ: ৬.২

- যে সকল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত নয় এবং ঋণ সুবিধা অপ্রতুল সেই সকল দেশে উন্নয়ন ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।
- যেসব দেশে বিনিয়োগ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় ধরনের অর্থায়ণ করা সম্ভব হয় না, সেসব দেশে উন্নয়ন ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে অর্থায়ন করে।
- সাধারণত ছোট মাপের শিল্পগুলোকে অর্থায়ণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ধরনের ঝুঁকি বোধ করে। এই অসুবিধা দুর করতে উন্নয়ন ব্যাংক ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প (Credit Guarantee Scheme) ও ঋণ বীমা (Credit Insurance) চালু করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে নিরাপত্তা দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- উন্নয়ন ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ণ ছাড়াও ঐ সব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল কাজ করে থাকে, যেমন- উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বাছাই ও সম্ভাব্যতা যাচাই, ব্যবস্থাপকীয় ও কারিগরী সহায়তা দান ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণঃ ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমিমের মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যাংক কাদের ঋণের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে?
ক) ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান খ) ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান
গ) উভয়কেই ঘ) কাউকেই নয়

২. উন্নয়ন ব্যাংক কেন বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ণ করে?
ক) সুদ লাভের আশায় খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তারল্য ঘাটতি মেটাতে
ঘ) অলস অর্থ কাজে লাগাতে ঘ) কোনটিই নয়

৩. উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়ণ বলতে বোঝায়-
ক) সরকারী -বেসরকারী উভয় ধরনের শিল্পখাতে একসাথে অর্থায়ন করা।
খ) অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিত ভাবে অর্থায়ন করা।
গ) উভয়কেই
ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ণঃ ৬.১

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ণঃ ৬.২

১. ক ২. খ ৩. খ

ক) রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. উন্নয়ন ব্যাংক কাকে বলে? উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা কর।
২. উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলী কি কি? বর্ণনা কর।
৩. উন্নয়ন ব্যাংক কত ধরনের হতে পারে ও কি কি ? বর্ণনা কর।
৪. উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো কি কি? বর্ণনা কর।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. উন্নয়ন ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও।
২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে উন্নয়ন ব্যাংকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উন্নয়ন ব্যাংকের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪. বর্তমান সময়ে উন্নয়ন ব্যাংকের বিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫. উন্নয়ন ব্যাংক সাধারণত কোন কোন প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে?

৬. উন্নয়ন ব্যাংক কিভাবে দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে?
৭. উন্নয়ন ব্যাংক কিভাবে একটি দেশের ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে?
৮. কার্যক্রমের খাত অনুযায়ী উন্নয়ন ব্যাংক কত ধরনের হতে পারে?
৯. মালিকানার ধরণ অনুযায়ী উন্নয়ন ব্যাংক কত ধরনের হতে পারে?
১০. উন্নয়ন ব্যাংক কি কি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে?
১১. আর্থিক সহযোগিতার ধরণ অনুযায়ী উন্নয়ন ব্যাংক কত ধরনের হতে পারে?
১২. উন্নয়ন ব্যাংকের পূনঃঅর্থায়ণ বলতে কি বুঝ?
১৩. বিভিন্ন দেশের যেকোন পাঁচটি উন্নয়ন ব্যাংকের নাম লিখ।